হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(ফৌজদারী আপীল অধিক্ষেত্র)
উপস্থিতঃ

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল

ফৌজদারী আপীল নং ১৬৯৯/ ২০২৪

মোঃ শাহিনুর রহমান
----সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী।

-বনাম-

রাষ্ট্র ও অন্য
------রাষ্ট্র-প্রতিপক্ষদ্বয়।

অ্যাডভোকেট মাহবুব শফিক
----সাজাপ্রাপ্ত -আপিলকারী পক্ষে।

অ্যাডভোকেট গাজী মোঃ পারভেজ হাসান
--------২নং প্রতিপক্ষ পক্ষে

অ্যাডভোকেট মোঃ নুরউস সাদিক চৌধুরী, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল সংগে
অ্যাডভোকেট লাকী বেগম, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল
অ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল
-- রাষ্ট্র-প্রতিপক্ষ পক্ষে।

শুনানী এবং রায় প্রদানের তারিখঃ ০৬.০৩.২০২৪।

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামালঃ

বিজ্ঞ অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ, ৪র্থ আদালত, ঢাকা কর্তৃক মহানগর দায়রা মামলা নং ১০৫৪০/২০১৫ (*সি, আর নং ১১৪৮/২০১১ The Negotiable Instrument Act, 1881 ধারা ১৩৮)-এ আসামী-আপীলকারীকে দোষী সাব্যস্থ করে ০৬(ছয়) মাস বিনাশ্রম কারাদন্ড এবং ৩,৭০,০০,০০০/-(তিন কোটি সত্তর লক্ষ) টাকা* অর্থদন্ডের বিগত ইংরেজী ০২.০৩.২০২০ তারিখের রায় ও দন্ডাদেশে সংক্ষুব্ধ হয়ে আপীলকারী ফৌজদারী কার্যবিধির ৪১০ ধারায় ফৌজদারী আপীল দাখিল করতে ১৩৯৮ (এক হাজার তিনশত আটানব্বই) দিন বিলম্ব হওয়ায় তামাদি আইনে দরখাস্ত দাখিল করলে বিগত ইংরেজী ০৪.০৩.২০২৪ তারিখে তামাদি মওকুফ হয়। অতঃপর আপীলটি বিগত ইংরেজী ০৫.০৩.২০২৪ তারিখে শাখায় রেজিষ্ট্রিভুক্ত হয়।

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		অদ্য অত্র আপীলটি গৃহীত হওয়ার জন্য উপস্থাপন করে আপীলকারীর বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট জনাব মাহবুব শফিক নিবেদন করেন যে, অত্র মোকদ্দমা সংশ্লিষ্টতায় বিরোধীয় বিষয়ে আদালতের বাহিরে পক্ষদ্বয়ের মধ্যে বিগত ইংরেজী ১৯.০৬.২০২৩ তারিখে আপোষের মাধ্যমে নিস্পত্তি হয়েছে। উপরিল্লিখিত আপোষনামার ভিত্তিতে অত্র আপীল দরখাস্তটি সরাসরি নিস্পত্তির প্রার্থনা করেন। এটি স্বীকৃত যে, বাদী এবং বিবাদীর মধ্যকার বিরোধ আপোষনামা দলিল সম্পাদনের মাধ্যমে বিগত ইংরেজী ১৮.১০.২০২৩ তারিখে নিস্পত্তি হয়ে গিয়েছ। অর্থাৎ বাদী ও বিবাদীর মধ্যে বর্তমানে কোন বিরোধ নাই। বিবাদীর বিরুদ্ধে বাদীর অভিযোগ বাদী প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। এমনতর অবস্থায় অত্র ফৌজদারী আপীল দরখাস্ত দাখিলের উদ্দেশ্য হল বিচারিক আদালত কর্তৃক প্রদত্ত সাজা বাতিল করা। যেটি কেবলমাত্র আদালতের এখতিয়ার। কার্যত অত্র ফৌজদারী আপীল দরখাস্তটি একটি নিয়ম রক্ষার দরখাস্ত। লুৎফর রহমান বনাম-রাষ্ট্র ও অন্য (৩০ বিএলটি-৪৯৯) মোকদ্দমার সিদ্ধান্ত মোতাবেক The Negotiable Instrument Act, 1881 এর ধারা ১৩৮ এর অপরাধ আপোষযোগ্য। উক্ত মোকদ্দমার সিদ্ধান্তের আলোকে পক্ষদ্বয়ের মধ্যে অত্র মোকদ্দমা সংশ্লিষ্ট বিরোধের বিষয়টি যেহেতু বিগত ইংরেজী ১৯.০৬.২০২৩ তারিখে আদালতের বাইরে আপোষে নিস্পত্তি হয়ে গিয়েছে, সেহেতু আপীল শুনানীর জন্য গ্রহন এবং নথী তলবের আর কোন আবশ্যকতা নাই। অত্র আপীল দরখাস্তটি সরাসরি নিস্পত্তিযোগ্য। অতএব, আদেশ হয় যে, অত্র আপীল দরখাস্তটি আপোষে সরাসরি নিস্পত্তি করা হলো। বিজ্ঞ অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ, ৪র্থ আদালত, ঢাকা কর্তৃক মহানগর দায়রা মামলা নং ১০৫৪০/২০১৫-এ প্রদত্ত বিগত ইংরজী ০২.০৩.২০২০ তারিখের রায় ও দন্ডাদেশ এতদ্বারা বাতিল করা হলো। অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি সংশ্লিষ্ট আদালতে দ্রুত প্রেরন করা হউক। (বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল)

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।